যোয়েলের পুস্তক এবং লাওদিকীয় সপ্তম-দিবস অ্যাডভেন্টিস্ট চার্চ - সংখ্যা বারো

Jeff Pippenger
2025-12-17

বারো নম্বর

আমার আকাঙ্ক্ষা হলো যোয়েলের ভাববাদী সাক্ষ্য এমনভাবে উপস্থাপন করা যাতে পেন্টেকস্টে পিতর যা বলছিলেন ও করছিলেন, তাতে যোয়েলের সাক্ষ্যটি চিহ্নিত করা যায়। আমি নিশ্চিত যে বাইবেলে পেন্টেকস্টে পিতর কী বলছিলেন ও করছিলেন সে বিষয়ে স্পষ্ট, কিন্তু আমি বোঝার চেষ্টা করছি, তিনি যখন পেন্টেকস্টের বার্তাকে যোয়েলের পুস্তকের পরিপূর্ণতা হিসেবে উপস্থাপন করছিলেন, তখন পরবর্তী বৃষ্টির ইতিহাসে পিতর ভাববাদীভাবে কী প্রতীকায়িত করছিলেন।

পিতর ঈশ্বরের অবশিষ্ট জাতির প্রতীক, এবং তিনি শুধু পেন্টেকস্টে নয়, মথি ১৬-এ কাইসারিয়া ফিলিপ্পিতেও চিত্রিত হয়েছেন। দানিয়েলে ১১-এর তেরো থেকে পনেরো পদে কাইসারিয়া ফিলিপ্পির উল্লেখ রয়েছে; এই তিনটি পদ এমন এক যুদ্ধের কথা তুলে ধরে, যা প্রথম পরিপূর্ণ হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক কালে, যখন কাইসারিয়া ফিলিপ্পির নাম ছিল পানিয়ুম। তেরো থেকে পনেরো পদগুলির পরেই আসে ষোল নম্বর পদ, যা যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইনকে চিহ্নিত করে। দশ নম্বর পদ ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে নির্দেশ করে। দানিয়েলে ১১-এর দশ থেকে ষোল পদ ১৯৮৯ থেকে রবিবারের আইন পর্যন্ত সময়কে উপস্থাপন করে, এবং সেই সময়কাল একই অধ্যায়ের চল্লিশ নম্বর পদের ‘গোপন ইতিহাস’।

গাঢ় হরফে গোপন ইতিহাস

১৭৯৮

> আর শেষের সময়ে দক্ষিণের রাজা তার বিরুদ্ধে আক্রমণ করবে:

১৯৮৯

> কিন্তু তার পুত্ররা উদ্দীপ্ত হবে এবং বিরাট বাহিনীর এক বিশাল সমাবেশ করবে; আর উত্তরের রাজা রথ, অশ্বারোহী ও বহু জাহাজসহ ঘূর্ণিঝড়ের মতো তার বিরুদ্ধে আসবে; এবং সে দেশসমূহে প্রবেশ করে প্লাবিত করে অতিক্রম করবে। এবং নিশ্চয়ই একজন আসবে, প্লাবিত করে অতিক্রম করবে; তারপর সে ফিরে আসবে এবং এমনকি তার দুর্গ পর্যন্ত উদ্দীপ্ত হবে।

২০১৪ রাফিয়ার যুদ্ধ

> দক্ষিণের রাজা ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে, অর্থাৎ উত্তরের রাজার সঙ্গে, যুদ্ধ করবে; আর উত্তরের রাজা এক বিপুল বাহিনী সংঘবদ্ধ করবে, কিন্তু সেই বাহিনী দক্ষিণের রাজার হাতে সমর্পিত হবে। এবং যখন সে সেই বাহিনীকে সরিয়ে নেবে, তখন তার হৃদয় গর্বে উত্থিত হবে; সে বহু দশ সহস্রকে বধ করবে, তবু তাতে সে

শক্তিশালী হবে না।

পানিয়াম (কাইসারিয়া ফিলিপ্পি)-এর যুদ্ধ

> উত্তরের রাজা ফিরে আসবে, এবং আগের চেয়ে বৃহত্তর এক বাহিনী সংগঠিত করবে, এবং কিছু বছর পরে অবশ্যই এক বিশাল সেনাবাহিনী ও বিপুল ধনসম্পদ নিয়ে আসবে।
>
> আর সেই কালে অনেকেই দক্ষিণদেশের রাজার বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে; তোমার জাতির লুটেরারাও দর্শন প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেদের উন্নীত করবে; কিন্তু তারা পতিত হবে।
>
> তাই উত্তর দেশের রাজা আসবে, অবরোধের বাঁধ তুলবে এবং সবচেয়ে সুরক্ষিত নগরগুলি অধিকার করবে; দক্ষিণের বাহিনী প্রতিরোধ করতে পারবে না, তার নির্বাচিত লোকেরাও নয়, প্রতিরোধ করার মতো কোনো শক্তিও থাকবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের রবিবারের আইন

> কিন্তু যে তার বিরুদ্ধে আসবে, সে নিজের ইচ্ছামতো কাজ করবে, এবং "তার সামনে কেউ দাঁড়াতে পারবে না"; এবং "সে দাঁড়াবে" গৌরবময় দেশে, যা তার হাতেই গ্রাসিত হবে। সে গৌরবময় দেশেও প্রবেশ করবে, এবং অনেক দেশ পরাভূত হবে: কিন্তু এরা তার হাত থেকে রক্ষা পাবে—এদোম, মোয়াব, এবং আম্মোনের সন্তানদের প্রধান। সে দেশগুলোর উপরেও তার হাত প্রসারিত করবে: এবং মিশরের দেশ রক্ষা পাবে না। দানিয়েল ১১:৪০, ১০-১৬, ৪১, ৪২।

যখন পিতর ভাববাদীভাবে কাইসারিয়া ফিলিপ্পি (পানিয়াম)-এ আছেন, এবং পেন্টেকস্টে সেটিই শেষে বৃষ্টির সময়, যা তাকে চল্লিশ নম্বর পদ্যের 'গোপন ইতিহাস'-এ স্থাপন করে। আমি একাদশ অধ্যায়ের একাদশ পদ্যে উপস্থাপিত বর্তমান ইউক্রেনীয় যুদ্ধ এবং ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ পদ্যের পানিয়ামের আগত যুদ্ধ, যা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিয়ে যায়—যেগুলো ১৯৮৯ ও রবিবারের আইন-এর মধ্যবর্তী বাহ্যিক ঘটনাবলি—এসব বিষয়ে আলোচনা করতে ইচ্ছুক; কিন্তু বর্তমানে আমরা তৃতীয় স্বর্গদূতের ইতিহাস শনাক্ত করছি, ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ সালে একটি আইনত স্বীকৃত গির্জার গঠন পর্যন্ত।

রেখাটি ৯/১১ (১৮৪৪)-এ তৃতীয় স্বর্গদূতের আগমন থেকে রবিবারের আইন (১৮৬৩) পর্যন্ত নির্দেশ করে। স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিল এমন দাসমুক্তি ঘোষণার মাধ্যমে রবিবারের আইনটির পূর্বছায়া স্থাপিত হয়েছিল; এইভাবে সেই রবিবারের আইনকেই প্রতীকায়িত করা হয়, যেখানে স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হবে। প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, তা শেষে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের দ্বারা সেই স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার পূর্বছায়া—যিনি ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে রবিবারের আইনের সময় একনায়কে পরিণত হওয়ার নিয়তিপ্রাপ্ত।

> "যখন আমাদের দেশ তার শাসনব্যবস্থার নীতিগুলোকে এতটাই পরিত্যাগ করবে যে রবিবারের আইন প্রণয়ন করবে, তখন প্রোটেস্ট্যান্টবাদ এই পদক্ষেপে পোপবাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলাবে; এটি আর কিছুই হবে না, শুধু সেই স্বৈরাচারকে প্রাণ সঞ্চার করা, যা বহুদিন ধরে আবার সক্রিয় একনায়কতন্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগের জন্য উদগ্রীবভাবে অপেক্ষা করে আসছে।" টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৫, ৭১১.

খ্রিস্টপূর্ব ৭৪২ ছিল সেই আলফা ইতিহাস, যা ইসাইয়া সাত অধ্যায়, আট পদের সময়-ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর সূচনা করেছিল, যার ওমেগা পরিপূর্ণতা ১৮৬৩ সালে ঘটে।

খ্রিস্টপূর্ব ৭৪২ সালে যিহূদার দক্ষিণ রাজ্যের রাজা আহাজ উত্তরের দশটি গোত্র, যারা উত্তর রাজ্য গঠন করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে এক গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৭৪২ সালের ইতিহাসটি শাস্ত্রের আক্ষরিক গৌরবময় ভূমি যিহূদায় দৃষ্টান্তায়িত হয়েছিল, যেখানে বাস করত আক্ষরিক ইহুদিরা এবং উক্ত অংশে দুষ্ট ও মূর্খ রাজা আহাজের মাধ্যমে তা উপস্থাপিত হয়েছে, ফলে ১৮৬৩-এর ওমেগা ইতিহাসকে প্রতীকায়িত করে। ১৮৬৩-এর ওমেগা ইতিহাস পূর্ণতা পায় সেই সময়পর্বে, যখন যুক্তরাষ্ট্র বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য, অর্থাৎ পৃথিবীর পশু হিসেবে শাসন করে। যুক্তরাষ্ট্র হলো আধ্যাত্মিক গৌরবময় ভূমি, যা প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টানধর্ম দ্বারা গঠিত; বাইবেলীয় অর্থে তারা আধ্যাত্মিক ইহুদি। আলফা ইতিহাসে খ্রিস্টপূর্ব ৭৪২ সালে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যকার গৃহযুদ্ধটি ১৮৬৩-এর ওমেগা ইতিহাসে উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যকার গৃহযুদ্ধটিকে দৃষ্টান্তায়িত করেছিল। এই দুই সাক্ষী একসাথে সেই বাহ্যিক ইতিহাসকে দৃষ্টান্তায়িত করে, যা রবিবারের আইন পর্যন্ত নিয়ে যায়, যেখানে আধ্যাত্মিক গৌরবময় ভূমি আবার দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হবে।

খ্রিস্টপূর্ব ৭৪২ সালে, উত্তরের শক্তি ইসরায়েলের দশটি উত্তরাঞ্চলীয় গোত্র ও সিরিয়ার মধ্যে এক জোটকে প্রতিনিধিত্ব করত, ফলে এটি এক বহিঃশক্তির সঙ্গে জোটের প্রতীক ছিল; যেমনটি বাস্তবায়িত হয়েছিল যখন গৃহযুদ্ধের সময় দাসপ্রথাপন্থী পোপতন্ত্র দাসপ্রথাপন্থী দক্ষিণী অঙ্গরাজ্যগুলিকে সমর্থন দিয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৭৪২ সালে সিরিয়ার বহিঃমিত্র, এবং গৃহযুদ্ধে পোপতন্ত্রের বহিঃমিত্র, চিহ্নিত করে বিশ্বায়নপন্থী বিশ্বশক্তিগুলির সঙ্গে বিশ্বায়নপন্থী ডেমোক্র্যাটদের জোটকে, যা এমএজিএবাদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ২০১৫ সালে, যখন চতুর্থ ও সর্বাধিক ধনী প্রেসিডেন্ট উঠে দাঁড়ালেন, এবং দানিয়েল অধ্যায় এগারো, পদ দুই অনুযায়ী তাতে তিনি ‘গ্রেশিয়া’র সমগ্র রাজ্যকে আলোড়িত করেছিলেন। সেই আলোড়নই যোয়েলের বইয়ে ‘অন্যজাতি’র জাগরণকে চিহ্নিত করছে। ‘গ্রেশিয়া’ এবং ‘অন্যজাতি’ হল ড্রাগন-শক্তির প্রতীক, যা পশু ও মিথ্যা নবীর সঙ্গে জোট বেঁধে বিশ্বকে আরমাগেডনের দিকে নিয়ে যায়।

২০১৫ সালে অজাতিরা যোয়েলের উল্লিখিত ‘যিহোশাফাতের উপত্যকা’—যাকে তিনি ‘বিচারের উপত্যকা’ বলেও ডেকেছিলেন—সেই দিকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক আহ্বানে জাগ্রত হয়েছিল। একই বছরে ডোনাল্ড ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি পদে তাঁর প্রার্থিতা ঘোষণা করেন; এই ঘোষণাটি ‘গ্রেসিয়া’ রূপে প্রতীকায়িত বিশ্বায়নবাদী সাম্রাজ্যকে নাড়িয়ে দেয় এবং অজাতিরা আর্মাগেডনের দিকে তাদের অগ্রযাত্রা শুরু করে—আর ইউক্রেনীয় যুদ্ধের সূচনা হওয়ার মাত্র এক বছর পরেই, ড্যানিয়েল এগারোর এগারো নম্বর পদের পূরণরূপে।

খ্রিস্টপূর্ব ৭৪২ এবং ১৮৬৩ সালের গৃহযুদ্ধ রবিবারের আইনের ইতিহাসকে চিহ্নিত করে, যা বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্যের সমাপ্তি চিহ্নিত করে। ওই ষষ্ঠ রাজ্য বিপ্লবী যুদ্ধ দিয়ে সূচিত হয়েছিল, সুতরাং রবিবারের আইনের সময়ে ষষ্ঠ রাজ্যের অবসানটি, ঠিক যখন গৃহযুদ্ধ চলছে, তখনই বিপ্লবী যুদ্ধের পুনরাবৃত্তির ইঙ্গিত দেয়। গৃহযুদ্ধ বা বিপ্লবী যুদ্ধ—কোনটিকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত ও তকমা দেওয়া হবে—তা দৃষ্টিভঙ্গিনির্ভর। ডেমোক্র্যাটরা বর্তমানে আইনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার, তহবিল আত্মসাৎ, প্রতারণা, অবৈধ অভিবাসন ও প্রচারের মাধ্যমে যা করছেন, তাকে তারা ‘রঙ-বিপ্লব’ বলে, কিন্তু তাদের গ্লোবালিস্ট কৌশলের বিরোধীরা একই কার্যকলাপকেই ‘সিভিল’ অশান্তি উসকে দেওয়া হিসেবে মনে করেন। অ্যান্টিফা কি অপরাধী, না নায়ক?

দুটি ঐতিহাসিক যুদ্ধ আসলে একটি বিভিদেসৃষ্টকারী যুদ্ধকে প্রতিনিধিত্ব করে, যা শেষে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের আমলে ঘটে। প্রথম রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের ক্ষেত্রে যেমন হয়েছিল, তেমনি এই যুদ্ধও জয় করবেন শেষ রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট, যিনি আবার প্রথম প্রেসিডেন্টের দ্বারা প্রতীকায়িত ছিলেন; আর সেই প্রথম প্রেসিডেন্টই ছিলেন বিপ্লবী যুদ্ধের বিজয়ী। ডেমোক্র্যাটদের মতে, MAGA বিপ্লব বর্তমান 'নাগরিক অশান্তি' সৃষ্টি করছে। আপনার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ঝোঁকের ওপর নির্ভর করে, বর্তমান যুদ্ধটি হয় একটি বিপ্লবী যুদ্ধ, নয়তো একটি গৃহযুদ্ধ। ভবিষ্যদ্বাণীমতে এটি উভয়ই।

১৮৬৩ রবিবারের আইনকে প্রতিনিধিত্ব করে, এবং ১৮৪৪-ও তাই করে, যখন তৃতীয় স্বর্গদূত রবিবারের আইনের বার্তা নিয়ে এসেছিল। ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত সময়কালটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রবিবারের আইনের ছাপ বহন করে। ১৮৪৬ সালে হোয়াইট দম্পতির বিবাহ, সাবাথ পালন এবং হারমনে থেকে হোয়াইট-এ নাম পরিবর্তন—এসবই ইঙ্গিত করেছিল যে ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ যে বিবাহে প্রবেশ করা হয়েছিল, তা সম্পন্ন হয়েছিল; এবং সেই সম্পন্ন হওয়াই তৃতীয় স্বর্গদূতের পরীক্ষা-পর্বের সূচনা চিহ্নিত করেছিল, যেমন মান্না-সংক্রান্ত ত্রিবিধি সাবাথ পরীক্ষা লাল সাগরের বাপ্তিস্মের পরবর্তী দশটি পরীক্ষার সূচনা চিহ্নিত করেছিল।

মান্না ছিল প্রথম পরীক্ষা এবং কাদেশে দশম পরীক্ষাকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল, কারণ উভয়ই তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা এবং সেই সূত্রে রবিবারের আইনকে প্রতিনিধিত্ব করে।

> "মরুভূমিতে তাদের দীর্ঘ যাত্রাবাসের সময় প্রতি সপ্তাহে ইসরায়েলীয়রা ত্রিবিধি এক অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হতো, যা তাদের মনে বিশ্রামের দিনের পবিত্রতা গভীরভাবে প্রোথিত করার উদ্দেশ্যে ছিল: ষষ্ঠ দিনে দ্বিগুণ পরিমাণ মান্না পড়ত, সপ্তম দিনে কিছুই পড়ত না, এবং বিশ্রামের দিনের জন্য প্রয়োজনীয় অংশটি তাজা ও বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত থাকত; অথচ অন্য কোনো সময় যদি কিছু রেখে দেওয়া হতো, তা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ত।" পিতৃপুরুষ ও নবীগণ, 296.

দশটি পরীক্ষার প্রথমটি ছিল "মান্না" পরীক্ষা, যা প্রকাশিত বাক্য চতুর্দশ অধ্যায়ের তিন স্বর্গদূতের ত্রিবিধি বার্তাকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। মান্নার মতোই, স্বর্গদূতেরা সপ্তাহের প্রথম দিনে উপাসনার বিরুদ্ধে ত্রিবিধি সতর্কতা উপস্থাপন করে। ত্রিবিধি মান্না-অলৌকিক ঘটনাটি ছিল "বিশ্রামদিনের পবিত্রতা তাদের মনে গভীরভাবে প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিত," যা অবশ্যই তৃতীয় স্বর্গদূতের উদ্দেশ্যও। মান্না দ্বারা নির্দেশিত তিনটি অলৌকিক ঘটনার প্রথমটি স্বর্গীয় রুটি "খাওয়া"-র সঙ্গে সম্পর্কিত, আর "খাওয়া" হলো শেষ-বৃষ্টি সময়কালের একটি আলফা প্রতীক। দ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনা দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তাকে নির্দেশ করে, যেখানে অনুপ্রেরণা শব্দ ও বাক্যাংশকে "দ্বিগুণ" করে বাবিলনের দুইবার পতনে নির্দেশিত সময়কে চিহ্নিত করে—কারণ, "বাবিলন পতিত হয়েছে, পতিত হয়েছে।" দ্বিতীয় অলৌকিক ঘটনাটি ছিল ষষ্ঠ দিনে মান্নার পরিমাণের "দ্বিগুণ" হওয়া। তৃতীয় অলৌকিক ঘটনাটি ছিল সপ্তম-দিনের বিশ্রামদিনের রুটির সংরক্ষণ।

তিন স্বর্গদূতের পূর্বরূপ হিসেবে মান্না হলো প্রথম স্বর্গদূত। তাই এতে সমগ্র কাহিনি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে; প্রকাশিত বাক্য চৌদ্দতে সেটি তিন স্বর্গদূতেরই কাহিনি। প্রথম স্বর্গদূত তিন স্বর্গদূতের সব বার্তার একটি ফ্র্যাক্টাল। ফ্র্যাক্টাল হলো জটিল জ্যামিতিক আকৃতি, যেটিকে অংশে বিভক্ত করা যায়, এবং প্রতিটি অংশই সম্পূর্ণটির ক্ষুদ্রাকৃত অনুলিপি। এই ধর্মটিকে বলা হয় স্ব-সাদৃশ্য। ফ্র্যাক্টালে যতই জুম ইন করুন না

কেন, প্রায়ই সূক্ষ্ম ও জটিল বিবরণ দেখা যায়। গণিত, জীববিজ্ঞান, পদার্থবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, প্রকৌশল এবং জ্ঞানচর্চার আরও বহু ক্ষেত্রে ফ্র্যাক্টাল দেখা যায়।

প্রকাশিত বাক্যের চতুর্দশ অধ্যায়ে তিন স্বর্গদূতের "তিন ধাপের কাঠামো" প্রথম স্বর্গদূতের বার্তায় উপস্থাপিত হয়েছে, ফলে প্রথম স্বর্গদূত তিন স্বর্গদূতের একটি "ফ্র্যাক্টাল" হয়ে দাঁড়ায়। দানিয়েলের পুস্তকের প্রথম তিনটি অধ্যায় যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তাকে উপস্থাপন করে, এবং দানিয়েলের প্রথম অধ্যায়েও সেই একই "তিন ধাপের কাঠামো" বিদ্যমান—যেমনটি ঐ তিনটি অধ্যায়ে দেখা যায়, এবং তিন স্বর্গদূতের মধ্যে প্রথম স্বর্গদূতের সাথে সম্পর্কিতভাবেও তেমনই।

মান্নার তিনগুণ অলৌকিকতা ছিল খাওয়ার জন্য, এবং দানিয়েল পুস্তকের প্রথম অধ্যায়টি খাওয়া সম্পর্কিত। দানিয়েল বাবিলনের খাদ্যের বদলে ডাল-সবজি বেছে নিয়ে খাদ্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এরপর তাঁর চেহারা পরীক্ষা করা হয়, এবং তাঁর মুখশ্রী ও যারা বাবিলনের খাদ্য খেত তাদের মুখশ্রীর মধ্যে একটি স্পষ্ট পৃথকতা দেখা দেয়। দ্বিতীয় স্বর্গদূতের বার্তা হলো বাবিলন থেকে পৃথক হওয়ার আহ্বান—একটি বিচ্ছেদের ইতিহাস যেখানে দুটি শ্রেণি গঠিত হয় এবং পরে প্রকাশ পায়। দানিয়েলের জন্য সেই দ্বিতীয় পরীক্ষা নবূখদ্নেছরের তৃতীয় পরীক্ষার দিকে নিয়ে গেল, যা প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পরীক্ষা ছিল এবং তৃতীয় অধ্যায়ের স্বর্ণমূর্তির পরীক্ষার প্রতিরূপ, যেটিকে সিস্টার হোয়াইট বারবার রবিবারের আইন হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যা তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা। দানিয়েলের প্রথম অধ্যায়টি দানিয়েল পুস্তকের প্রথম তিন অধ্যায়ের একটি ফ্র্যাক্টাল, এবং সেই তিনটি অধ্যায় প্রকাশিত বাক্য চৌদশ অধ্যায়ের তিন স্বর্গদূতকে প্রতিনিধিত্ব করে; যার মধ্যে প্রথম স্বর্গদূত এবং দানিয়েলের প্রথম অধ্যায়—উভয়ই তিন স্বর্গদূত ও তিন অধ্যায়েরই ফ্র্যাক্টাল।

> মরুভূমিতে তাদের দীর্ঘ অবস্থানকালে প্রতি সপ্তাহে ইস্রায়েলীয়রা ত্রিবিধ অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী হতো, যা সাবাথের পবিত্রতা তাদের মনে প্রোথিত করতে পরিকল্পিত ছিল: ষষ্ঠ দিনে মান্না দ্বিগুণ পরিমাণে নামত, সপ্তম দিনে কিছুই নামত না; এবং সাবাথের জন্য প্রয়োজনীয় অংশটি সতেজ ও বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত থাকত, কিন্তু অন্য যে কোনো সময়ে কিছু রেখে দিলে তা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যেত।
>
> মান্না প্রদানের সঙ্গে সম্পর্কিত পরিস্থিতিতে আমাদের কাছে চূড়ান্ত প্রমাণ রয়েছে যে, যেমন অনেকেই দাবি করে, সিনাইয়ে আইন দেওয়ার সময় বিশ্রামের দিন প্রবর্তিত হয়নি। ইস্রায়েলীয়রা সিনাইয়ে আসার আগেই বুঝেছিল যে বিশ্রামের দিন তাদের জন্য বাধ্যতামূলক। বিশ্রামের দিনে কোনো মান্না পড়ত না বলে, তার প্রস্তুতিস্বরূপ প্রতি শুক্রবার তাদের মান্না দ্বিগুণ করে সংগ্রহ করতে হতো, এবং এভাবে বিশ্রামের দিনের পবিত্র স্বরূপ তাদের মনে ক্রমাগতভাবে গভীর ছাপ ফেলেছিল। আর যখন লোকদের মধ্যে কিছুজন বিশ্রামের দিনে মান্না কুড়াতে বাইরে গেল, তখন প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কতকাল আমার আজ্ঞা ও আমার বিধি পালন করতে অস্বীকার করবে?' প্যাট্রিয়ার্কস অ্যান্ড প্রফেটস, ২৯৬।

মান্না সংগ্রহ ও খাওয়া—এটি প্রকাশিত বাক্যের দশম অধ্যায়ে যোহনের স্বর্গদূতের হাত থেকে ছোট বইটি নেওয়া (সংগ্রহ করা) এবং তারপর তা খাওয়া—এই ঘটনাকে প্রতীকায়িত করে।

> আমি স্বর্গদূতের কাছে গিয়ে তাকে বললাম, আমাকে সেই ছোট বইটি দাও। তিনি আমাকে বললেন, এটি নাও এবং খেয়ে ফেলো; এটি তোমার উদরে তিক্ততা আনবে, কিন্তু তোমার মুখে মধুর মতো মিষ্টি হবে। প্রকাশিত বাক্য ১০:৯।

প্রথমে জনকে স্বর্গদূতের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেসে করতে হয়েছিল; তারপর তাকে ছোট বইটি "গ্রহণ" করতে হয়েছিল, এবং তারপর তাকে সেটি "খেতে" হয়েছিল। স্বর্গদূতের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেসে করার মাধ্যমে জন প্রথম স্বর্গদূতের তিনটি ধাপের প্রথমটিকে উপস্থাপন করছে; এরপর আসে দ্বিতীয় ধাপ "গ্রহণ" এবং তৃতীয় ধাপ "খাওয়া"। সংগ্রহ করা এবং/অথবা খাওয়া, মান্নার তিনটি পরীক্ষার মধ্যে প্রথমটি, তবে এর মধ্যে তিনটি মান্না পরীক্ষারই একটি ফ্র্যাক্টাল রয়েছে। মান্না সংগ্রহ ও ভোজন, যিরমিয়াহকে প্রতীকায়িত করছে।

> তোমার বাক্যগুলো পাওয়া গেল, আর আমি সেগুলো খাইলাম; আর তোমার বাক্য আমার হৃদয়ের আনন্দ ও উল্লাস হল; কারণ আমি তোমার নামে ডাকা হয়েছি, হে সেনাবাহিনীর প্রভু ঈশ্বর। যিরমিয় ১৫:১৬।

যখন যিরমিয়াহ খোঁজ করলেন এবং পরে ছোট বইটি চাইলেন, তখন তাঁর "বাণীসমূহ পাওয়া গেল"। মান্না কুড়োনোর সময় তাঁর বাণী পাওয়া গেল। মান্না কুড়ানো ও খাওয়া ইজেকিয়েলকে প্রতীকায়িত করে, যিনি তাঁকে দেওয়া বইটি খেয়েছিলেন, এবং এতে বোঝায় যে বইটি খেতে অস্বীকার করা মানে বিদ্রোহী গৃহের মতো হওয়া।

> কিন্তু তুমি, মনুষ্যপুত্র, আমি যা বলছি, তা শোন; সেই বিদ্রোহী গৃহের মতো তুমি বিদ্রোহী হয়ো না; তোমার মুখ খোলো, এবং আমি যা দিই তা খাও। আমি যখন তাকালাম, দেখো, আমার কাছে একটি হাত পাঠানো হলো; আর দেখ, তার মধ্যে একটি গ্রন্থরোল ছিল; তিনি সেটি আমার সামনে মেলে ধরলেন; এবং তাতে ভেতরে ও বাইরে লেখা ছিল; এবং তাতে লেখা ছিল বিলাপ, শোক ও দুর্দশা। আরও তিনি আমাকে বললেন, মনুষ্যপুত্র, তুমি যা পাও তা খাও; এই গ্রন্থরোলটি খাও, এবং ইস্রায়েলের গৃহের কাছে গিয়ে কথা বল।
>
> অতএব আমি মুখ খুললাম, আর তিনি আমাকে সেই পুঁথি খাইয়ালেন। তিনি আমাকে বললেন, মনুষ্যপুত্র, পেটে তোলো, এবং আমি তোমাকে যে পুঁথি দিচ্ছি তা দিয়ে তোমার অন্তঃস্থল ভরাও। তখন আমি তা খেলাম; আর তা আমার মুখে মধুর মতো মিষ্টি লাগল। ইজেকিয়েল ২:৮–৩:৩।

যদি ইজেকিয়েল ক্ষুদ্র গ্রন্থটি খেতে অস্বীকার করতেন, তবে তিনি বিদ্রোহী গৃহের অন্তর্ভুক্ত হতেন, এবং যে "পুস্তক"-এর "চর্মপত্র" তাঁকে খেতে বলা হয়েছিল, তা "বিলাপ, শোক, এবং হায়" হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছিল, যা শেষ কালের এক ত্রি-বার্তাকে নির্দেশ করে। শেষ কালের সেই ত্রি-বার্তা হল প্রকাশিত বাক্য চতুর্দশ অধ্যায়ের তিন স্বর্গদূতের বার্তা, এবং যে প্রেক্ষাপটে ইজেকিয়েল ওই তিন বার্তা উপস্থাপন করেন, সেটি ইসলামের এবং তৃতীয় "হায়"-এর প্রেক্ষাপট। ওই তিন বার্তার একটি আলফা ও একটি ওমেগা আছে, এবং তৃতীয়টি হল "হায়", যা ইসলামের একটি প্রধান প্রতীক; অতএব আলফার সঙ্গে ওমেগার মিল থাকতে হবে; সেই কারণে "বিলাপ" বোঝায় সেই বিলাপ, যা সপ্তম তূর্যধ্বনি ও তৃতীয় "হায়" আগমনের সঙ্গে ৯/১১-এ শুরু হয়েছিল এবং ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে শেষের সাতটি মহামারীতে গিয়ে পৌঁছাবে। প্রকাশিত বাক্য একাদশ অধ্যায়ের রবিবারের আইনের "ভূমিকম্প"-এ তৃতীয় "হায়" শীঘ্রই এসে যায়, এবং প্রেরণা আমাদের জানায় যে যিশাইয়া দশ অধ্যায়ের অন্যায় ফরমানই সেই রবিবারের আইন। পদটি শুরু হয় যারা অন্যায় ফরমান প্রণয়ন করে তাদের উপর "হায়"

ঘোষণা করে।

মান্না খাওয়া ছিল তিনটি পরীক্ষার মধ্যে প্রথমটি; দ্বিতীয়টি ছিল প্রস্তুতির দিনে 'দ্বিগুণ করা'। আর তারা কীসের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল? তারা বিশ্রামের দিনের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, যা তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা।

সেই ত্রিবিধি অলৌকিক ঘটনাটি ছিল দশটি পরীক্ষার প্রথম বা আলফা পরীক্ষা। প্রথম ধাপে ঈশ্বর মান্না দিয়েছিলেন, তারপর দ্বিতীয় ধাপে তিনি 'দ্বিগুণ' অংশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তৃতীয় ধাপে কিছুই দেননি। তৃতীয় পরীক্ষা প্রথম দুইটির থেকে আলাদা, কারণ তৃতীয়টিই হল লিটমাস পরীক্ষা। সেই তিনটি পরীক্ষা দশ-ধাপের একটি পরীক্ষা-প্রক্রিয়ার আলফা অংশকে বোঝায়, যা প্রথম কাদেশের দিকে নিয়ে যায়।

বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ববিদের রচনাগুলো খুঁজে দেখলে, আপনি এমন বহু তালিকা পাবেন যেখানে দশটি পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে, যেগুলোর সমাপ্তি প্রথম কাদেশে ঘটে। তাদের প্রায় সবকটিতেই লোহিত সাগরকে দশটি পরীক্ষার একটি হিসেবে ধরা হয়েছে; কিছুতে আবার লোহিত সাগরের আগের দুর্যোগগুলোর সময়কার কিছু ঐতিহাসিক মাইলফলকও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব সবই ভুল।

প্রথম পরীক্ষা হলো মান্না। পৌল বলেন যে লোহিত সাগর পার হওয়া ছিল বাপ্তিস্ম।

> আরও, ভাইয়েরা, আমি চাই না তোমরা অজ্ঞ থাকো যে আমাদের সকল পিতৃপুরুষ মেঘের অধীনে ছিলেন, এবং সকলেই সমুদ্রের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন; এবং তারা সকলেই মেঘ ও সমুদ্রে মোশির বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন। ১ করিন্থীয় ১০:১, ২।

মোশি যীশুর প্রতিরূপ, এবং যীশুর বাপ্তিস্ম একটি পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে চিহ্নিত করে, যা প্রকৃতিতে ত্রিবিধি; ক্ষুধার পরীক্ষাকে দিয়ে শুরু হয় এবং সেটেকিই বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়। ক্রুশের প্রতিরূপ ছিল মিশরের পাসওভার। যখন তারা লাল সাগরের ওপারে বেরিয়ে এল, তখন খ্রিস্ট প্রথম ফলের উৎসর্গরূপে পুনরুত্থিত হলেন। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের হাতে জলের কবর থেকে যখন তিনি উঠলেন, তখন খ্রিস্ট (প্রথম ফলের উৎসর্গ) চল্লিশ দিনের একটি পরীক্ষার প্রক্রিয়া শুরু করলেন। তাঁর বাপ্তিস্মে যেভাবে প্রতীকায়িত ছিল, সেইরূপে তিনি পুনরুত্থিত হওয়ার পরে, চল্লিশ দিন ধরে খ্রিস্ট শিষ্যদের সঙ্গে মুখোমুখি মিলিত ছিলেন। পরীক্ষার প্রক্রিয়া লাল সাগর পার হওয়ার পরই শুরু হয়, যেমন নিশ্চিতভাবে জল থেকে উঠেই আত্মা খ্রিস্টকে মরুভূমিতে চালিত করেছিলেন।

খ্রিষ্টের প্রথম পরীক্ষা ছিল ক্ষুধা, কারণ স্বর্গের রুটি আদম যেখানে পতিত হয়েছিলেন, ঠিক সেখান থেকেই তাঁর অভিষিক্ত কাজ শুরু করেছিলেন। লাল সাগর পার হওয়ার পর প্রথম পরীক্ষা হলো মান্নার ত্রিবিধি পরীক্ষা, যা স্বর্গের রুটির ওপর আরোপিত ত্রিবিধি পরীক্ষার প্রতীক। খ্রিষ্টের পরীক্ষা শুরু হয়েছিল তিনি জল থেকে উঠে আসার পর; অতএব দশটি পরীক্ষাও 'জল থেকে উঠে আসার পর'ই শুরু হওয়া আবশ্যক। তখন খ্রিষ্ট ক্ষুধার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত এক ত্রিবিধি পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন, যেমনটি প্রতীকায়িত হয়েছে সেই মান্নার ত্রিবিধি পরীক্ষায়, যা শুরু হয়েছিল পবিত্র আত্মা যখন প্রাচীন ইস্রায়েলকে মিশর থেকে বের করে মরুভূমিতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তার পরে।

কাদেশে গিয়ে সমাপ্ত হওয়া দশটি পরীক্ষা কোন কোন বিদ্রোহকে নির্দেশ করে—এ নিয়ে অনুমানকারী অন্যান্য তালিকাগুলি আরনের সোনার বাছুর বিদ্রোহকে ঐ দশটির একটি হিসেবে চিহ্নিত করে, কিন্তু তারা ভুল।

সোনার বাছুরের অবাধ্যতা দুটি পরীক্ষার প্রতিনিধিত্ব করে। এটি সোনার বাছুরের প্রতীকবাদের একটি অপরিহার্য উপাদান। লোকেরা যখন ভেবেছিল ঈশ্বর দেখবেন না, তখন যে মূর্তিপূজা প্রকাশ পেল, তার পরেই মোশির প্রত্যাবর্তন হলো। এরপর লোকেরা ঈশ্বরের চোখের সামনেই, যার প্রতিনিধি ছিলেন মোশি, মূর্তিপূজক হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিল।

দুই দফায় ক্রমশ তীব্রতর হওয়া বিদ্রোহে আমরা গোত্রগুলোর মধ্যে এক ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিভাজন দেখি, যখন লেবির গোত্র একচেটিয়াভাবে পবিত্রস্থান-সেবার জন্য নিযুক্ত করা হয়, কারণ সেই বিদ্রোহের আগে পর্যন্ত পবিত্রস্থান-সংক্রান্ত কাজ প্রত্যেক গোত্রের জ্যেষ্ঠপুত্রদের দ্বারাই সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। আর তা আর প্রযোজ্য রইল না। এখন বিশ্বস্ত লেবির গোত্রই মন্দিরের সেবা-ভার পালন করবে। "বিভাজন" বা ‘দুই’ ভাগে পৃথক হওয়া সোনার বাছুরের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যের একটি উপাদান।

হারুনের বিদ্রোহ ইস্রায়েলের উত্তর রাজ্যের প্রথম রাজা যেরোবোয়ামের বিদ্রোহের দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। যেরোবোয়াম দুটি সোনার বাছুর স্থাপন করেন—একটি বেতেলে এবং একটি দানে। হারুন ও যেরোবোয়াম সমান্তরাল ইতিহাস উপস্থাপন করছেন, যা হলো পশুর প্রতিমূর্তি গঠনের ইতিহাস। পশুর প্রতিমূর্তির ইতিহাস দুটি পর্যায়ে পূর্ণতা পায়, যা যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইন দ্বারা বিভক্ত। পশুর প্রতিমূর্তি হলো গির্জা ও রাষ্ট্রের সংযুক্তির প্রতীক, যা প্রথমে যুক্তরাষ্ট্রে, তারপর সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পশুর প্রতিমার প্রতীকসমূহের সঙ্গে সর্বদা একটি বিভাজন সংশ্লিষ্ট থাকে। আহারোনের ক্ষেত্রে তা ছিল লেবীয়দের পৃথকীকরণ; যেরোবোয়ামের ক্ষেত্রে তা ছিল বারোটি গোত্রকে দক্ষিণের দুটি ও উত্তরের দশটি গোত্রে বিভক্ত করা।

চার্চ ও রাষ্ট্রের সেই সম্পর্কের প্রতীককে যোহন প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থে “পশুর প্রতিমূর্তি” বলে অভিহিত করেছেন। হারুন ও যেরোবোয়ামের সোনার বাছুরগুলো ছিল এক পশুর প্রতিমূর্তি, এবং যে পশুর প্রতিমূর্তি সেগুলো ছিল, তা হলো বাবিল; কারণ বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর প্রথম রাজ্যটি দানিয়েল গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে “সোনার” মস্তক দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। পশুর প্রতিমূর্তি দুটি পরীক্ষা নির্দেশ করে, কারণ পরীক্ষা প্রথমে ভূ-পশু—যুক্তরাষ্ট্রের—উপর আনা হয়; তারপর প্রকাশিত বাক্যের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকে পশুর প্রতিমূর্তি স্থাপন করতে বাধ্য করে। প্রথম পরীক্ষা যুক্তরাষ্ট্রে, তারপর বিশ্বে।

> “যখন আমেরিকা, অর্থাৎ ধর্মীয় স্বাধীনতার দেশে, বিবেকের উপর জবরদস্তি আরোপ করিবার জন্য এবং মানুষকে মিথ্যা সাব্বাথকে সম্মান করিতে বাধ্য করিবার জন্য পাপাসির সহিত একত্রিত হইবে, তখন সমগ্র পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের লোক তাহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে পরিচালিত হইবে।” Testimonies, volume 6, 18.

> “বিদেশী জাতিসমূহ যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। যদিও সে অগ্রণী ভূমিকা নেবে, তথাপি একই সংকট আমাদের লোকদের ওপর বিশ্বের সর্বত্র উপস্থিত হবে।” টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ৬, ৩৯৫।

সোনার বাছুরের বিদ্রোহটি দুটি অংশে বিভক্ত এবং এটি প্রথম নয়টি পরীক্ষার মধ্যে দুটি পরীক্ষাকে চিহ্নিত করে, যা প্রথম কাদেশে দশম ও চূড়ান্ত পরীক্ষার দিকে নিয়ে যায়। যখন

আহারোন ও যেরোবোয়ামের বিদ্রোহগুলোকে "লাইন পর লাইন" একত্রে রাখা হয়, তখন দেখা যায়—মহাযাজক আহারোন একটি গির্জাকে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ইস্রায়েলের রাজা যেরোবোয়াম রাষ্ট্রকে প্রতিনিধিত্ব করেন। এই দুটি ধারা একসাথে গির্জা-রাষ্ট্র সংমিশ্রণের প্রতীক। যেরোবোয়ামের দুটি বেদি স্থাপন করা হয়েছিল বেতেলে, (অর্থ ‘গির্জা’) এবং দানে (অর্থ ‘বিচার’), এবং এ দুটো একসাথে গির্জা ও রাষ্ট্রের সংমিশ্রণকে প্রতিনিধিত্ব করে। এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে, আমরা দশটি পরীক্ষাকে চিহ্নিত করা শুরু করব।

দশটি পরীক্ষা সাবাথের বিশ্রামের প্রেক্ষাপটে স্থাপিত হয়েছে (হিব্রু ৩–৪)। সেগুলোর শুরু হয় মান্নার ত্রিবিধ অলৌকিক ঘটনা এবং সাবাথ-সংক্রান্ত তার শিক্ষার মাধ্যমে, আর শেষ হয় দশম পরীক্ষায়—প্রথম কাদেশে। সেই প্রথম কাদেশেই ‘শাস্ত্রে উল্লিখিত প্ররোচনার দিন’, এবং পৌল শেষ বিদ্রোহটিকে সাবাথের পরীক্ষার প্রেক্ষাপটেই স্থাপন করেন। আলফা পরীক্ষা ছিল সাবাথ—যা মান্না দ্বারা প্রতীকায়িত—এবং প্রথম কাদেশে হওয়া দশম তথা ওমেগা পরীক্ষাও ছিল সাবাথের বিশ্রাম। আলফা ও ওমেগা সর্বদা শেষকে শুরুর সঙ্গে যুক্ত করে।

> অতএব (যেমন পবিত্র আত্মা বলেন, আজ, যদি তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বর শুনো, তোমাদের হৃদয় কঠোর করো না, বিদ্রোহে যেমন, মরুভূমিতে পরীক্ষার দিন: যখন তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাকে পরীক্ষা করেছিল, আমাকে পরখ করেছিল, এবং চল্লিশ বছর ধরে আমার কর্মসমূহ দেখেছিল। অতএব আমি সেই প্রজন্মের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম, এবং বলেছিলাম, তারা সর্বদাই তাদের হৃদয়ে পথভ্রষ্ট হয়; এবং তারা আমার পথসমূহ জানেনি। অতএব আমি আমার ক্রোধে শপথ করেছিলাম, তারা আমার বিশ্রামে প্রবেশ করবে না।)
>
> সতর্ক হও, ভাইয়েরা, যেন তোমাদের কারো মধ্যে জীবন্ত ঈশ্বর থেকে সরে যাওয়ার অবিশ্বাসের দুষ্ট হৃদয় না থাকে। বরং যতদিন ‘আজ’ বলা হয়, ততদিন প্রতিদিন একে অপরকে উৎসাহ দাও, যেন পাপের প্রতারণায় তোমাদের কেউ হৃদয়-কঠোর হয়ে না যায়। কারণ আমরা খ্রিষ্টের সহভাগী হয়েছি, যদি আমরা আমাদের বিশ্বাসের শুরুতে যে দৃঢ়তা ছিল, তা শেষ পর্যন্ত অটলভাবে ধরে রাখি।
>
> যেমন বলা হয়েছে, আজ যদি তোমরা তাঁর কণ্ঠ শোন, তবে বিদ্রোহের সময় যেমন করেছিলে তেমন করে তোমাদের হৃদয় কঠোর করো না। কারণ কেউ কেউ, শুনে, বিদ্রোহ করেছিল; তথাপি মূসার মাধ্যমে মিশর থেকে বেরিয়ে আসা সকলে নয়। কিন্তু কাদের প্রতি তিনি চল্লিশ বছর রুষ্ট ছিলেন? তা কি তাদেরই সঙ্গে নয়, যারা পাপ করেছিল, যাদের মৃতদেহ মরুভূমিতে পড়ে গিয়েছিল? এবং তিনি কার প্রতি শপথ করেছিলেন যে তারা তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করবে না, তাদের ছাড়া যারা বিশ্বাস করেনি? অতএব আমরা দেখি যে অবিশ্বাসের কারণেই তারা প্রবেশ করতে পারেনি।
>
> অতএব আমরা ভয় করি, যেন তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করার প্রতিশ্রুতি আমাদের জন্য এখনও অবশিষ্ট থাকা সত্ত্বেও, তোমাদের কেউ যেন তা প্রাপ্তিতে পিছিয়ে না পড়ে। কারণ যেমন আমাদের কাছে সুসমাচার ঘোষিত হয়েছে, তেমনি তাদের কাছেও; কিন্তু শোনা বাক্যটি তাদের কোনো লাভ দেয়নি, কারণ যারা তা শুনেছিল, তাদের মধ্যে তা বিশ্বাসের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল না।
>
> কারণ আমরা যারা বিশ্বাস করেছি, তারা বিশ্রামে প্রবেশ করি, যেমন তিনি বলেছেন, ‘আমি আমার ক্রোধে শপথ করেছি, তারা যদি আমার বিশ্রামে প্রবেশ করে’—যদিও কাজগুলো

> বিশ্বের ভিত্তি স্থাপনের সময় থেকেই সমাপ্ত ছিল। কারণ সপ্তম দিনের বিষয়ে তিনি কোথাও এভাবে বলেছেন, ‘ঈশ্বর সপ্তম দিনে তাঁর সমস্ত কাজ থেকে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।’ এবং এখানেও আবার তিনি বলেছেন, ‘তারা যদি আমার বিশ্রামে প্রবেশ করে।’
>
> অতএব, যেহেতু স্পষ্ট যে কিছু লোককে সেখানে প্রবেশ করতেই হবে, আর যাদের কাছে প্রথমে বার্তাটি শোনানো হয়েছিল তারা অবিশ্বাসের কারণে সেখানে প্রবেশ করেনি; তিনি আবার একটি নির্দিষ্ট দিন নির্ধারণ করেন—দায়ূদের মাধ্যমে বলেন—“আজ, এত দীর্ঘ সময় পরে”; যেমন বলা হয়েছে, “আজ যদি তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বর শোন, তোমাদের হৃদয় কঠোর কোরো না।”
>
> কারণ, যদি যীশু তাঁদের বিশ্রাম দিয়ে থাকতেন, তাহলে তিনি পরে আরেক দিনের কথা বলতেন না।
>
> অতএব ঈশ্বরের লোকদের জন্য একটি বিশ্রাম এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। কারণ যে তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করেছে, সেও নিজের কর্ম থেকে বিরত হয়েছে, যেমন ঈশ্বর তাঁর কর্ম থেকে বিরত হয়েছিলেন। অতএব, আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করার জন্য পরিশ্রম করি, যাতে কেউ অবিশ্বাসের একই উদাহরণ অনুসরণ করে পতিত না হয়। হিব্রু ৩:৮–৪:১১।

‘প্ররোচনার দিনে’ যোশুয়া ও ক্যালেবের বার্তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এই অংশটি এমন এক শ্রেণিকে কেন্দ্র করে, যারা শোনা বার্তায় অবিশ্বাসের কারণে প্রবেশ করবে না। বার্তাটি ‘বিশ্রাম’ দ্বারা প্রতীকায়িত হয়েছে।

> যারা প্রভুকে বিশ্বস্ত, আন্তরিক, প্রেমময় সেবা দিতে অনিচ্ছুক, তারা না এই জীবনে, না ভবিষ্যৎ জীবনেও আধ্যাত্মিক বিশ্রাম খুঁজে পাবে। “অতএব ঈশ্বরের লোকদের জন্য একটি বিশ্রাম অবশিষ্ট আছে... অতএব আমরা সেই বিশ্রামে প্রবেশ করার জন্য পরিশ্রম করি, যাতে কেউ অবিশ্বাসের একই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ব্যর্থ না হয়।” এখানে যে বিশ্রামের কথা বলা হয়েছে, তা অনুগ্রহের বিশ্রাম; বিধান অনুসরণ করলে তা লাভ হয়। “অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করো।” Pacific Union Recorder, ৭ নভেম্বর, ১৯০১।

"বিশ্রাম" একটি বার্তা, যা যোশুয়া ও ক্যালেবের বার্তায় প্রতিনিধিত্ব করা হয়েছে। পৌল সপ্তম দিনের সাবাথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সত্যগুলোকে "বিশ্রাম" বার্তার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেন; এই বার্তাটি তাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল, যাদের ভাগ্যে মরুভূমিতে মৃত্যু নির্ধারিত ছিল।

“আজ যদি তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বর শোন” এই উক্তিটি প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে আত্মার কণ্ঠস্বর যে কেউ শোনে—এই ব্যাপারে যে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তারই সমার্থক; আর আত্মার কণ্ঠ শোনা মানে আত্মার বার্তা শোনা, যা হলো শেষ বৃষ্টির বার্তা, অর্থাৎ “বিশ্রাম”-এর বার্তা। কাদেশে সেই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছিল, এবং বিদ্রোহীরা তাদের মিশরে ফেরত নিয়ে যাওয়ার জন্য এক নতুন নেতা বেছে নিয়েছিল। এই বিদ্রোহের ইতিহাস গীতসংহিতা ৯৫-এ এবং হিব্রুদের পত্রে পৌল আলোচনা করেছেন। এই ইতিহাস প্রাচীন ইস্রায়েলের দশম পরীক্ষায় ব্যর্থতাকে চিহ্নিত করে। দশটি পরীক্ষার প্রথমটি শুরু হয়েছিল মান্নার ত্রিবিধ আশ্চর্যে, যা তিন স্বর্গদূতের বার্তা, ঈশ্বরের আইন, সব্বাথের বিশ্রাম, স্বর্গের রুটি, অনুগত্য ও বিচারকে উপস্থাপন করেছিল—আর দশটি পরীক্ষার শেষটি ছিল “বিশ্রাম”-এর পরীক্ষা। সিস্টার হোয়াইট যেমন বলেছেন, অনুগ্রহের “বিশ্রাম” হলো শেষ বৃষ্টির প্রতীক। কাদেশে হলো সেই পরীক্ষার প্রতীক যেখানে “পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি”ভাবে উপস্থাপিত শেষ বৃষ্টির বার্তাকে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

পংক্তি পর পংক্তিতে, 'বিশ্রাম' হলো পবিত্র আত্মার বর্ষণ, যা পশ্চাৎ বৃষ্টিরূপে প্রতীকায়িত। 'বিশ্রাম' হলো সপ্তম-দিনের বিশ্রামদিন—এটাই সেই সিলমোহর, যা পশ্চাৎ বৃষ্টির সময়ে বিশ্বস্তদের উপর আরোপিত হয়। 'বিশ্রাম' হলো সেই কৃপা, যা তাদের পাপ চিরতরে মুছে ফেলে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারকে প্রদত্ত শক্তিকে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই কৃপা কেবল পবিত্রীকরণকে প্রতিনিধিত্বকারী প্রদত্ত শক্তিই নয়, বরং সেই কৃপাও, যা খ্রিস্টের রক্ত অনুতাপী আত্মার পাপ অপসারণে ব্যবহৃত হলে ধার্মিকি গণ্যকরণ প্রদান করে। কৃপাময় 'বিশ্রাম' হলো খ্রিস্টের ধার্মিকতার বার্তা—এমন এক ধার্মিকতা, যা পাপ না করে জীবনযাপনের জন্য কৃপা (শক্তি) প্রদান করে, এবং যে কৃপা একজন লাওদিকিয়ানকে ফিলাডেলফিয়ানে রূপান্তরিত করে। ধার্মিকি গণ্যকরণের কৃপায় একবার রূপান্তরিত হলে, প্রাক্তন লাওদিকিয়ান, এখন ফিলাডেলফিয়ান হিসেবে, কৃপার শক্তিতে সেই পবিত্রীকৃত পথে চলে, যা মহিমাকরণের দিকে নিয়ে যায়। 'বিশ্রাম' হলো তৃতীয় স্বর্গদূতের বার্তা, যা 'সত্যার্থে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকি গণ্যকরণ' হিসেবে উপস্থাপিত। এই প্রেক্ষাপটে, কাদেশ ১৮৮৮ সালের দিকে ইঙ্গিত করেছিল।

প্রথম কাদেশ 'বিশ্রাম' এর বার্তাকে চিহ্নিত করে, যা হলো 'সুসমাচার' এর বার্তা। শাশ্বত সুসমাচার হলো 'ত্রিবিধি পরীক্ষার একটি প্রক্রিয়া প্রবর্তনে খ্রিস্টের কাজ, যা উপাসকদের দুটি শ্রেণি গড়ে তোলে এবং তারপর সেই দুটি শ্রেণিকে প্রকাশ করে।' প্রথম কাদেশে 'বিশ্রাম' বিষয়ক শাশ্বত সুসমাচারের বার্তাটি শাশ্বত সুসমাচারের ত্রিবিধি বার্তার প্রতিনিধিত্ব করে, যা পরিচালিত হয় পবিত্র আত্মার ত্রিবিধি কর্ম দ্বারা, যিনি পাপ, ধার্মিকতা ও বিচারের বিষয়ে দোষী সাব্যস্ত করেন। সেই তিনটি ধাপই মান্নার পরীক্ষার একই তিনটি পরীক্ষার ধাপ!

দশটি পরীক্ষা একটি ত্রিমুখী পরীক্ষাপ্রক্রিয়া দিয়ে শুরু হয়, যেখানে ঈশ্বরের আইন, সাবাথ এবং ঈশ্বরের বার্তা খেয়ে হজম করার মানবজাতির দায়িত্বকে জোর দেওয়া হয়। দশটি পরীক্ষার প্রথমটি যেমন ত্রিমুখী ছিল, তেমনি দশমটিও ছিল। প্রথম পরীক্ষায় মান্না ব্যবহৃত হয়েছে—স্বর্গীয় রুটির প্রতীক হিসেবে—যা সপ্তম দিনের সাবাথকে উচ্চে তুলে ধরে। শেষ পরীক্ষায় "বিশ্রাম" ব্যবহৃত হয়েছে শেষ বৃষ্টির চূড়ান্ত পরীক্ষাপ্রক্রিয়ার প্রতীক হিসেবে, যা রবিবারের আইনে গিয়ে চূড়ান্ত হয়, যেখানে স্বর্গীয় রুটির প্রতিনিধিরা সাবাথের নিশান হিসেবে উচ্চে তুলে ধরা হয়।

দশটি পরীক্ষার সূচনা যেমন বিশ্রামদিনকে গুরুত্ব দেয়, তেমনি দশটি পরীক্ষার সমাপ্তিও বিশ্রামদিন এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সুসমাচারের বার্তাকে গুরুত্ব দেয়, যা তৃতীয় স্বর্গদূতের শাশ্বত সুসমাচার। প্রথম কাদেশ হলো দশটি পরীক্ষার ওমগো; তাই দশটি পরীক্ষার আলফাতেও একই বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। কাদেশ ১৮৬৩ সালের প্রতিনিধিত্ব করেছিল, যখন প্রভু তাঁর কাজ সমাপ্ত করে তাঁর জনগণকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে ইচ্ছা করেছিলেন, কিন্তু প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশে বিলম্বিত হয়েছিল।

> নিম্নলিখিত শাস্ত্রাংশগুলো পড়লে আমরা দেখতে পাব ঈশ্বর প্রাচীন ইস্রায়েলকে কীভাবে বিবেচনা করতেন:
>
> 'কারণ প্রভু যাকোবকে নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন, এবং ইস্রায়েলকে তাঁর বিশেষ ধন হিসেবে।' গীতসংহিতা ১৩৫:৪।
>
> 'কারণ তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে এক পবিত্র জাতি, এবং সদাপ্রভু তোমাকে নিজের জন্য এক বিশেষ জাতি করে বেছে নিয়েছেন, পৃথিবীর উপর যে সমস্ত জাতি আছে

> তাদের সকলের ঊর্ধ্বে।' ব্যবস্থাবিবরণী ১৪:২।
>
> 'কারণ তুমি প্রভু তোমার ঈশ্বরের কাছে পবিত্র জাতি; প্রভু তোমার ঈশ্বর তোমাকে নিজের জন্য এক বিশেষ জাতি হিসেবে বেছে নিয়েছেন, পৃথিবীর উপর যে সকল জাতি আছে, তাদের সকলের ঊর্ধ্বে। প্রভু তোমাদের ওপর তাঁর প্রেম স্থাপন করেননি, আর তোমাদের বেছে নেননি, এই কারণে যে তোমরা অন্য যে কোনো জাতির চেয়ে সংখ্যায় বেশি ছিলে; কারণ তোমরা সকল জাতির মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে কম ছিলে।' ব্যবস্থাবিবরণী ৭:৬, ৭।
>
> 'কারণ এখানে কিসে জানা যাবে যে আমি ও তোমার প্রজা তোমার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পেয়েছি? এটা কি নয় যে তুমি আমাদের সঙ্গে চল? তাই আমি ও তোমার প্রজা পৃথিবীর পৃষ্ঠে থাকা সকল জাতির মধ্য থেকে পৃথক হব।' নির্গমন ৩৩:১৬।
>
> "প্রাচীন ইস্রায়েল কত ঘন ঘন বিদ্রোহ করেছিল, আর কত বার তারা বিচার-শাস্তিতে পরিদর্শিত হয়েছিল, এবং হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়েছিল, কারণ যিনি তাদেরকে বেছে নিয়েছিলেন সেই ঈশ্বরের আদেশগুলো তারা মানতে চাইত না! এই শেষ কালে ঈশ্বরের ইস্রায়েল জগতের সঙ্গে মিশে গিয়ে ঈশ্বরের নির্বাচিত জাতি হওয়ার সব চিহ্ন হারিয়ে ফেলার স্থায়ী বিপদের মধ্যে রয়েছে। তীতুস ২:১৩–১৫ আবার পড়ুন। এখানে আমরা শেষ দিনের প্রসঙ্গে এসে দাঁড়াই, যখন ঈশ্বর নিজের জন্য একটি স্বতন্ত্র জাতিকে শুদ্ধ করছেন। আমরাও কি প্রাচীন ইস্রায়েলের মতো তাঁকে ক্রুদ্ধ করব? আমরা কি তাঁর থেকে বিমুখ হয়ে, জগতের সঙ্গে মিশে, এবং আমাদের চারপাশের জাতিগুলোর ঘৃণ্য কাজগুলো অনুসরণ করে তাঁর ক্রোধ আমাদের উপর ডেকে আনব?" টেস্টিমোনিজ, খণ্ড ১, ২৮২, ২৮৩।

সিস্টার হোয়াইট জিজ্ঞাসা করেন, “আমরা কি প্রাচীন ইস্রায়েলের মতো তাঁকে ক্রুদ্ধ করব?” আমরা জগতের সঙ্গে মিশে তাঁকে ক্রুদ্ধ করি, যার প্রতীক মিশর—সেই স্থান, যেখানে ফিরে যেতে কাদেশের বিদ্রোহীরা তাঁদের ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য একজন নেতার সন্ধান করেছিল। ১৮৬৩ সালে মিশরে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং নতুন নেতা নির্বাচনের ঘটনাকে ঐশী প্রেরণায় জগতের সঙ্গে যুক্ত হতে চাওয়া হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

আমরা যে অংশটি এখন বিবেচনা করছি, তার আগে ছিল প্রাচীন ইস্রায়েলের সেই বিশ্রামে প্রবেশ না করা সম্পর্কে সিস্টার হোয়াইটের ব্যাখ্যা। তাদের অব্যাহত বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে তিনি এমন আয়াতগুলো তুলে ধরেছিলেন, যা দেখায় ঈশ্বর তাঁর বধূর সঙ্গে কীভাবে সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বধূ তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। পরবর্তী অংশটি আমরা সদ্য যা পড়েছি, তার দিকে নিয়ে যায়।

তিনি যে অংশটি লিপিবিদ্ধ করেছেন, সেখানে লেখা আছে, "ঈশ্বর তাঁর লোকদেরকে কেবল তাঁরই উপর ভরসা করতে বলেছেন। যারা তাঁকে সেবা করে না, তাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করতে তিনি চাননি।" ১৮৬৩ সালে, লাওদিকিয়ান মিলারাইট অ্যাডভেন্টবাদ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সঙ্গে একটি জোট গড়ে তোলে, যাতে তাদের তরুণদেরকে আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাণঘাতী যুদ্ধে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাভুক্ত হওয়া থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টায় সহায়তা করা যায়।

> এখানে আমরা সেই সতর্কবাণীগুলি পড়ি, যা ঈশ্বর প্রাচীন ইস্রায়েলকে দিয়েছিলেন। তাঁর সদিচ্ছা ছিল না যে তারা এত দীর্ঘকাল মরুভূমিতে ঘুরে বেড়াক; তারা যদি আত্মসমর্পণ করত এবং তাঁর দ্বারা পরিচালিত হতে ভালোবাসত, তবে তিনি তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গেই

প্রতিশ্রুত দেশে নিয়ে যেতেন; কিন্তু মরুভূমিতে তারা বারবার তাঁকে দুঃখ দিয়েছিল বলে, ক্রোধে তিনি শপথ করে বললেন যে তারা তাঁর বিশ্রামে প্রবেশ করবে না, কেবল দুজন ব্যতীত, যারা সম্পূর্ণভাবে তাঁকে অনুসরণ করেছিল। ঈশ্বর তাঁর লোকদের কাছে দাবি করেছিলেন যে তারা কেবল তাঁরই উপর ভরসা করবে। তিনি চাননি যে যারা তাঁকে সেবা করে না, তাদের কাছ থেকে তারা সাহায্য গ্রহণ করুক।

অনুগ্রহ করে এজরা ৪:১-৫ পড়ুন: 'যখন যিহূদা ও বেন্যামিনের শত্রুরা শুনল যে বন্দীদশা থেকে ফেরা সন্তানরা ইস্রায়েলের সদাপ্রভু ঈশ্বরের জন্য মন্দির নির্মাণ করছে, তখন তারা জেরুব্বাবেল ও পিতৃপ্রধানদের কাছে এসে তাদের বলল, আমাদেরও আপনাদের সঙ্গে নির্মাণ করতে দিন; কারণ আমরা আপনাদের ঈশ্বরকে আপনাদের মতোই খুঁজি, এবং আশূরের রাজা এসরহদ্দনের দিন হতেই—যিনি আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন—আমরা তাঁহারই কাছে বলিদান করে আসছি। কিন্তু জেরুব্বাবেল, যেশূয়া এবং ইস্রায়েলের অবশিষ্ট পিতৃপ্রধানেরা তাদের বলল, আমাদের ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণে আমাদের সঙ্গে তোমাদের কোনো অংশ নেই; বরং আমরা নিজেরাই একত্র হয়ে ইস্রায়েলের সদাপ্রভু ঈশ্বরের জন্য নির্মাণ করব, যেমন পারস্যের রাজা কোরেশ আমাদের আদেশ দিয়েছেন। তখন দেশবাসীরা যিহূদার লোকদের হাত দুর্বল করে দিল, নির্মাণকর্মে তাদের বাধা দিল, এবং তাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করতে তাদের বিরুদ্ধে পরামর্শদাতাদের ভাড়া করল।'

এজরা ৮:২১-২৩: 'তখন আমি আহাভা নদীর তীরে সেখানে একটি উপবাস ঘোষণা করলাম, যেন আমরা আমাদের ঈশ্বরের সম্মুখে নিজেদের দীন করি, এবং তাঁর কাছে আমাদের জন্য, আমাদের ছোট সন্তানদের জন্য, ও আমাদের সমস্ত সম্পদের জন্য সঠিক পথ চাই। কারণ পথে শত্রুর বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্যের জন্য রাজার কাছে সৈন্য ও অশ্বারোহীদের একটি বাহিনী চাইতে আমি লজ্জিত ছিলাম; কারণ আমরা রাজাকে বলেছিলাম, “যারা তাঁকে খোঁজে তাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের ঈশ্বরের হাত তাদের উপর থাকে; কিন্তু যারা তাঁকে ত্যাগ করে তাদের বিরুদ্ধে তাঁর শক্তি ও তাঁর ক্রোধ।” অতএব আমরা উপবাস করলাম এবং এই বিষয়ে আমাদের ঈশ্বরের কাছে মিনতি করলাম; এবং তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনলেন।'

নবী ও এই পিতৃবৃন্দ দেশের লোকদের সত্য ঈশ্বরের উপাসক বলে গণ্য করেননি; এবং যদিও তারা বন্ধুত্বের দাবি করেছিল ও তাদের সাহায্য করতে চেয়েছিল, তবু তাঁর উপাসনার বিষয়ে তাদের সঙ্গে কোনো কিছুতেই একত্র হতে তারা সাহস করেনি। ঈশ্বরের মন্দির নির্মাণ ও তাঁর উপাসনা পুনঃস্থাপন করতে তারা যখন যিরূশালেমে যাচ্ছিল, তখন পথে সহায়তার জন্য তারা রাজার কাছে সাহায্য চায়নি; বরং উপবাস ও প্রার্থনার মাধ্যমে প্রভুর কাছে সহায়তা প্রার্থনা করেছিল। তারা বিশ্বাস করেছিল যে ঈশ্বর তাঁকে সেবা করার তাদের প্রচেষ্টায় তাঁর দাসদের রক্ষা করবেন এবং সফল করবেন। সমস্ত কিছুর স্রষ্টা তাঁর উপাসনা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর শত্রুদের সাহায্যের প্রয়োজন করেন না। তিনি অধার্মিকতার কোনো বলি চান না, এবং যারা প্রভুর আগে অন্য দেবতাদের স্থান দেয়, তাদের উৎসর্গ তিনি গ্রহণ করেন না।

"আমরা প্রায়ই এই মন্তব্যটি শুনি: 'তোমরা অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন।' একটি জনগোষ্ঠী হিসেবে আমরা আত্মা উদ্ধার করতে, বা তাদের সত্যের পথে আনতে, যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। কিন্তু তাদের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, তারা যা ভালোবাসে তা ভালোবাসা, এবং জগতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা—এগুলো আমরা করতে সাহস করি না; কারণ তাহলে আমরা ঈশ্বরের শত্রু হয়ে যেতাম।" টেস্টিমোনিস, খণ্ড ১, ২৮১, ২৮২.

কাদেশের বিদ্রোহ সম্পর্কে তাঁর ভাষ্য প্রসঙ্গে সিস্টার হোয়াইট বলেন, “সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা তাঁর উপাসনা প্রতিষ্ঠা করতে শত্রুদের সাহায্যের প্রয়োজন করেন না। তিনি দুষ্টতার কোনো বলিদান চান না, আর যাদের প্রভুর আগে অন্য দেবতা রয়েছে তাদের অর্ঘ্যও গ্রহণ করেন না।” ১৮৬৩ সালে, লাওদিকীয় মিলারাইট অ্যাডভেন্টিজম আন্দোলনটি একটি চার্চে পরিণত হয় এবং এমন এক ক্ষমতার সঙ্গে জোট বাঁধে, যে ক্ষমতা জাতির ওপর এবং পরে সারা বিশ্বের ওপর রবিবারের উপাসনা আরোপ করবে।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা ১৮৬৩-তে অবদান রাখা ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ধারাগুলোর বিবেচনা অব্যাহত রাখব; ১৮৬৩ হলো ১৮৪৪ থেকে ১৮৬৩ পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বাণীমূলক সময়কালের শীর্ষবিন্দু।

> যা হয়েছে, তাই-ই হবে; এবং যা করা হয়েছে, তাই-ই করা হবে; সূর্যের নীচে নতুন কিছুই নেই। কোনো কিছু আছে কি, যার বিষয়ে বলা যায়, ‘দেখ, এটা নতুন’? এটা তো বহু আগেই, আমাদের আগের সময়েই হয়ে গেছে। আমি জানি, যা কিছু ঈশ্বর করেন, তা চিরদিন থাকে; তাতে কিছু যোগ করা যায় না, তাতে থেকে কিছু কমানোও যায় না; আর ঈশ্বর তা করেন, যাতে মানুষ তাঁর সামনে ভয়শ্রদ্ধায় থাকে। যা হয়েছে, তাই-ই এখন আছে; আর যা হবে, তা ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে; এবং ঈশ্বর অতীতের হিসাব চান। উপদেশক ১:৯, ১০; ৩:১৪, ১৫।